ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 145 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩০১ ● কলকাতা ● ২৩ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● সোমবার ● ১০ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

হুমায়ুন নতুন দল ঘোষণা করতেই ভবিষ্যদ্বাণী শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজনীতিতে ফের চাঞ্চল্য। হুমায়ুন কবীরের সম্ভাব্য নতুন রাজনৈতিক দল নিয়ে এবার মুখ খুললেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর দাবি, হুমায়ুন কবীর যদি আলাদা দল গড়েন, তা হলে তৃণমূল কংগ্রেসের মারাত্মক ক্ষতি হবে।তবে শুভেন্দুর বক্তব্যের পাল্টা সুরেই মুখ খুলেছেন কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায়। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'ওনার মনে হয় তৃণমূলের প্রতি প্রেমটা আবার জেগে উঠেছে। তৃণমূলের ভাল-মন্দের উনি এখন বিচার করছেন।' এর পরই তৃণমূল-বিজেপিকে এক সূত্রে গেঁথে আরও তির্যক মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'আমরা তো

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 108

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর এর জন্য তিনি প্রকৃতির সান্নিধ্যের ব্যবহার করছিলেন। তিনি সর্বদা চিত্তকে ইতিবাচক (পজিটিভ) রূপে তৈরী করার চেষ্টা করতে থাকতেন। এরপর তিনি শুক্লপক্ষের প্রথম তিথি থেকে চাঁদের আলোতে বসে চাঁদের উপর চিত্ত একাগ্র করে ধ্যান করা শিখিয়েছেন। প্রতিদিন অভ্যাসের সময়সীমা বাড়তে থাকে এবং পূর্নিমার রাতে পুরো রাত করিয়েছেন। "চিত্তকে চাঁদের উপর একাগ্র করে ধ্যান কর এবং নিজের ও চাঁদের মধ্যে এক সূক্ষ্ম সম্বন্ধ স্থাপনা কর এবং এরকম অনুভব কর যে তুমি চাঁদকে দেবতা ভেবে নিজের সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছ।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

বড়সড় জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা ছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গুজরাতে বড়সড় নাশকতার চক্রান্ত ভেস্তে দিল পুলিশ। রবিবার গুজরাত অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াড অস্ত্র-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে আমদাবাদ থেকে। গত এক বছর ধরে এদের গতিবিধির উপর নজর রাখছিল গোয়েন্দারা। অভিযোগ, এরা অস্ত্র সরবরাহের সময় ধরা পড়ে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা করছিল।সব মিলিয়ে, গুজরাত থেকে কাশ্মীর, দুই প্রান্তেই নতুন করে সক্রিয় হচ্ছে জঙ্গি নেটওয়ার্ক। গোয়েন্দারা বলছেন, পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু বিপদের ইঙ্গিত স্পষ্ট।গুজরাত এটিএস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছি আমরা। তারা গত এক বছর ধরে নজরে ছিল। অস্ত্র সরবরাহের সময় ধরা পড়ে। ওদের লক্ষ্য ছিল দেশজুড়ে একাধিক জঙ্গি হামলা চালানো।' জানা গেছে, ধৃতদের মধ্যে দু'জন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা, তৃতীয়জন অন্ধ্রপ্রদেশের। এখনও পর্যন্ত তল্লাশি চলছে, আরও তথ্য সংগ্রহ করছে গোয়েন্দারা।

এদিকে, নতুন একটি গোয়েন্দা রিপোর্টে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে , গোপন সূত্রে খবর রয়েছে, সেখানে জঙ্গি কার্যকলাপ চলছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, লস্কর-ই-তইবা এবং জইশ-ই-মহম্মদ ফের সমন্বিত হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারতে। পাকিস্তানের সেনা গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং বিশেষ বাহিনী এসএসজি -র সক্রিয় সমর্থনেই চলছে এই পুনর্গঠনের চেষ্টা।

উল্লেখ্য, ছয় মাস আগেই ভারতীয় বাহিনী 'অপারেশন সিঁদুর' (Operation Sindoor) শুরু করে পহেলগামে (Pahalgam) পাকিস্তান- সমর্থিত জঙ্গিদের নেটওয়ার্ক ভাঙার জন্য। কিন্তু এবার নতুন রিপোর্ট বলছে, সীমান্তের ওপারে ফের সক্রিয় হচ্ছে সেই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বর থেকে সীমান্ত এলাকায় ড্রোনের তৎপরতা বেড়েছে। এই ড্রোনগুলির মাধ্যমে পাহাড়ি অঞ্চলের ওপর নজরদারি চলছে, যেখানে সম্ভাব্য আত্মঘাতী হামলা বা অস্ত্রবাহী ড্রোন হামলার পরিকল্পনা থাকতে পারে। গোয়েন্দাদের ধারণা, লস্করের এক কুখ্যাত জঙ্গি শমশের এই ড্রোন অপারেশনের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

এছাড়া, পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে ফের নড়েচড়ে বসেছে পাকিস্তানের বর্ডার অ্যাকশন টিম । এই দলে থাকে প্রাক্তন এসএসজি কম্যান্ডো ও প্রশিক্ষিত জঙ্গিরা। ভারতীয় নিরাপত্তা সূত্র বলছে, তাদের এই পুনর্বিন্যাসের মানে হতে পারে সীমান্তে হঠাৎ হামলা বা অনুপ্রবেশের চেষ্টা বাড়বে আগামী মাসগুলোতে।

অনুষ্ঠিত হলো ক্যানিংয়ে ক্যারাটে মূল্যায়ন শিবির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আত্মরক্ষার এই কৌশলই করে তুলতে পারে স্বনির্ভর! তাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং স্বস্তিকা সঙ্গে আয়োজিত হল ক্যারাটে পরীক্ষা শিবির এস ,সিতেরু ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকেই, সম্পন্ন অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছিলেন এই সংগঠনের জেলা সভাপতি রাজু বিশ্বাস। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলার মোট ৮০ জন প্রতিযোগী এই পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে মহিলা প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৪০ জন।ক্যারাটে পরীক্ষা হলো শিক্ষার্থীদের দক্ষতা মূল্যায়ন, অগ্রগতি পরিমাপ এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর একটি পদ্ধতি, যেখানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষা, যেমন

কালার বেল্ট পরীক্ষা, নেওয়া হয়। এদিনে এস, সিতেরু ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ফাউন্ডার ও রাজ্যের প্রধান সিহান সনাতন হালদার বলেন শারীরিক ও মানসিক গঠনের জন্য খেলাধুলোর গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা অস্বীকার করেন না কেউই। কিন্তু এক দিকে মাঠের অভাব, অন্য দিকে ক্রমবর্ধমান পড়ার চাপ— দুইয়ে মিলে পড়ুয়াদের জীবন থেকে কার্যত হারিয়ে গিয়েছে খেলাধুলো, ক্যারাটের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে। তবে ক্যানিং এর অভিভাবকরা অনেক সচেতন ,তাই ক্যানিং ক্যারাটে পরিবার বলে বিশ্বাস করে এই সংগঠনের জেলা সম্পাদক রাজু বিশ্বাস নিজেই। এই প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সাহেব নিজে, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা সংঘের সভাপতি দীপক মুখার্জি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, কালচারাল সম্পাদক পীযূষ রাউত ও সমাজসেবী রাজু মন্ডল অন্যান্যরা। পরীক্ষক হিসেবে ছিলেন সেন্সি নয়ন কয়াল বাপি পাত্র ও আরো অনেকেই। তবে ক্যারাটি প্রশিক্ষণ নিয়ে আগ্রহী প্রকাশ করেছিলেন রাজ্যপাল নিজেই, তিনি

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

অনুষ্ঠিত হলো ক্যানিংয়ে ক্যারাটে মূল্যায়ন শিবির

ভাইফোঁটার দিনে রাজ্যের 'বোন'দের জন্য নয়া উদ্যোগ রাজভবনের। এ বার থেকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে মেয়েদের শেখানো হবে আত্মরক্ষার নানা কৌশল। শনিবার বিকেলে বারাসতে ভাইফোঁটার এক অনুষ্ঠানে গিয়ে এমনটাই ঘোষণা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা রাজু বিশ্বাস জানান, রাজ্যস্তরের বাছাই করা প্রতিযোগীদের পরবর্তী ধাপে ধাপে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ মিলবে। তার কথায়, বর্তমান সময়ে আত্মরক্ষার জন্য ক্যারাটে শেখা ছেলেদের তুলনায় মহিলাদের জন্য আরও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তাই অল্প বয়সী মেয়েরাও ক্যারাটে শিখতে এগিয়ে আসছে। তাই ক্যানিংয়ে ছাত্রছাত্রীর ও অভিভাবকদের নিয়ে ক্যানিংয়ে ক্যারাটে পরিবার বলে নাম দিচ্ছেন রাজু বিশ্বাস এই পরীক্ষার অনুষ্ঠানের দিন।

সুন্দরবন টিভির মুকুটে নতুন পালক! বেঙ্গল ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত সুন্দরবনের ডিজিটাল চ্যানেল

নিজেস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং

প্রান্তিক সুন্দরবনের গণ্ডি ছাড়িয়ে আবারও রাজ্যের ডিজিটাল জগতে দাগ কেটে ফেললো 'সুন্দরবন টিভি' । শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতার আই.সি.সি.আর-এ আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে 'বেঙ্গল ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০২৫'-এ সম্মানিত হলো সুন্দরবনের জনপ্রিয় এই ডিজিটাল সংবাদ চ্যানেল।

আর এদিন সংবাদ সংস্থা 'টুডে স্টোরি নিউজের' পক্ষ থেকে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বাংলার প্রায় ২৮০০ ডিজিটাল সংবাদ সংস্থার মধ্যে থেকে বাছাই করে এদিন সুন্দরবন টিভি-র পাশাপাশি এই সম্মানে ভূষিত করা হয় বঙ্গ টিভি', 'ইন্ডিপেন্ডেন্স বেঙ্গল', 'হ্যালো কলকাতা', 'কলকাতা ২৪x৭' সহ এরাজ্যের মোট ৩০টি শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল চ্যানেল কে । আর দীর্ঘ দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের ডিজিটাল সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে অবদান রেখে চলা ' বেঙ্গল ডিজিটাল মিডিয়া ২০২৫' এর আয়োজক সংস্থা টুডে স্টোরি নিউজের পক্ষ থেকে এদিন বাংলার এই প্রথম সারির চ্যানেলগুলির প্রতিনিধিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নিয়ে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় 'বেঙ্গল ডিজিটাল মিডিয়া ২০২৫' এর মেমেন্টো সহ এবছরের সম্মান স্মারকও।

আর এদিন ডিজিটাল মিডিয়ার কর্মীদের মনোবল বাড়াতে ও তাঁদের কে উৎসাহ দিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান সময়ের দুই বিশিষ্ট সাংবাদিক ড. ঋতব্রত ভট্টাচার্য ও শুভজিৎ দাস। তাঁরা ডিজিটাল সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ ও সমাজে এর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, "ডিজিটাল মিডিয়া আজ কেবল খবরের মাধ্যম নয়, এটি সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। প্রত্যন্ত অঞ্চলের কণ্ঠস্বরকে সামনে আনতে বর্তমানে ডিজিটাল মিডিয়ার বিকল্প নেই।" তাঁরা আরো বলেন যে, এই ডিজিটাল মিডিয়ায় কিন্তু ভবিষ্যত! তাই যে বা যারা এই ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক দের কে সাংবাদিক বলতে দ্বিধা করেন, অপমানিত করেন তাদেরকে আমরা ধিক্কার জানাই। সেই সঙ্গে তাঁরা এদিন ডিজিটাল মিডিয়া নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা কে তীব্র সমালোচনা করে বলেন,'২০২১ সালে এই ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য নিদিষ্ট নীতি বা গাইড লাইন দেওয়ার কথা থাকলেও তা আজও পর্যন্ত দেয়নি সরকার এমন কি আজও ডিজিটাল মিডিয়ার কর্মীদের সরকারি পরিচয় পত্র দেওয়া হয়নি। এই উদাসীনতা সরকারের কাছে একে বারে কাম্য নয়!" আর সম্মান গ্রহণের পর সুন্দরবন টিভি-র সম্পাদক প্রশান্ত সরকার জানান, "এই পুরস্কার কেবল একটি স্বীকৃতি নয়, এটি আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল। সুন্দরবনের মাটি, মানুষের কথা এবং তাদের

এরপর ৬ পাতায়

আট বিএলওকে শোকজ কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথম দিন থেকেই ভূরি ভূরি অভিযোগ উঠছিল। বারবার সতর্ক করেও কাজ হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত এসআইআর প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত বিএলওদের শাসন করতে কড়া অবস্থান নিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। শনিবার এনুমারেশন ফর্ম বিলির ক্ষেত্রে নিয়ম না মানার অভিযোগে আটজন বিএলওকে কারণ দর্শানোর নোটিস ধরাল নির্বাচন কমিশন।প্রথম দিন থেকেই ভূরি ভূরি অভিযোগ উঠছিল। বারবার সতর্ক করেও কাজ হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত এসআইআর প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত বিএলওদের শাসন করতে কড়া অবস্থান নিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। শনিবার এনুমারেশন ফর্ম বিলির ক্ষেত্রে নিয়ম না মানার অভিযোগে আটজন বিএলওকে কারণ দর্শানোর নোটিস ধরাল নির্বাচন কমিশন।পাশাপাশি বিএলওদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করতে বিশেষ টিম গড়া হয়েছে।

কমিশন সূত্রে খবর, কলকাতায় রাজ্যের সিইও দপ্তরের পাশাপাশি প্রতিটি জেলা ও মহকুমা স্তরে একই ধরনের নজরদারি টিম তৈরি করতে এদিনই সব জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। একই সঙ্গে এ বিষয়ে হেল্পলাইন নম্বরও চালু করেছে কমিশন। ০৩৩-২২৩১০৮৫০ নম্বরে ফোন করে

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

সংঘে মুসলিমদের প্রবেশাধিকার নেই

R S S হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, যেখানে মুসলিমদের প্রবেশাধিকার নেই। শতবর্ষ প্রাচীন এই সংগঠনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ নতুন নয়। আরএসএসের শতবর্ষ উপলক্ষে বেঙ্গালুরুতে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই ইস্যুতে মুখ খুললেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। বেঙ্গালুরুর অনুষ্ঠানে আরএসএস-কে নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন ভাগবত। বলেন, আরএসএস-কে তিন বার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রত্যেকবার আদালত সেই নির্দেশ বাতিল করেছে। সংসদে আরএসএস-এর পক্ষে এবং বিপক্ষে বহু কথা হয়েছে। তাঁর দাবি, আরএসএস আইনত একটি সংগঠন এবং তাঁরা সংবিধানবিরোধী নয়। শুধুমাত্র সেই কারণেই তাঁদের নাম নথিভুক্ত করার প্রয়োজন নেই। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে তুলনা টেনে ভাগবতের দাবি, 'অনেক জিনিস আছে যা নথিভুক্ত নয়। এমনকি হিন্দু ধর্মও নথিভুক্ত নয়।'জানালেন, মুসলিম, খ্রিস্টান, ব্রাহ্মণ বা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের কারও ঠাঁই নেই এই সংগঠনে। এই জায়গা শুধুমাত্র ভারত মায়ের সন্তানদের।

বেঙ্গালুরুর ওই অনুষ্ঠানে মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে আরএসএসের অবস্থান বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ভাগবত বলেন, "সংঘে কোনও ব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকার নেই, কোনও বর্ণের কারও প্রবেশাধিকার নেই, মুসলিম ও খ্রিস্টানদেরও নেই। তবে মুসলিম, খ্রিস্টান বা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ যদি নিজেদের বিচ্ছিন্নতাকে দূরে সরিয়ে রেখে সংঘে আসতে পারেন। যখন আপনি শাখায় আসবেন তখন আপনি ভারত মায়ের পুত্র হিসেবে এখানে আসবেন।" একইসঙ্গে ভাগবত বলেন, "মুসলিম, খ্রিস্টানরা আমাদের এখানে আসেন ধর্মীয় পরিচয়ে হিসেব কষি না। আমরা প্রশ্ন করি না তাঁরা কোন ধর্ম বা জাতির সদস্য।

ভিন্ন ধর্ম ও জাতিগত বিভেদ দূরে ঠেললেও শনিবার এক সাক্ষাৎকারে ভাগবত হিন্দু সংস্কৃতির গৌরব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিশ্বাস যাই হোক না কেন ভারতে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তি হিন্দু সভ্যতার অংশ। কারণ তাঁদের পূর্বপুরুষ হিন্দু। মুসলিম হোক বা খ্রিস্টান, আমরা সকলেই একই সভ্যতা থেকে এসেছি আমাদের পূর্বপুরুষ একই। ভারতে কোনও অহিন্দু নেই। মুসলিম এবং খ্রিস্টানরা যাতে তাঁদের শিকড় ভুলে যায় তার জন্য অবশ্য কম চেষ্টা করা হয়নি। একইসঙ্গে বলেন, ভারত একটি হিন্দু জাতি। দেশের সংবিধানও এর বিরোধিতা করে না। ফলে সনাতন ধর্ম এবং ভারতকে আলাদা করা যায় না। অতএব, সনাতন ধর্মের অগ্রগতিই ভারতের অগ্রগতি।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

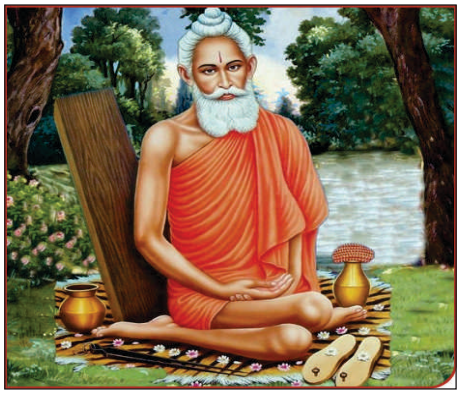

আমরা সব ধর্মের মানুষ মনেপ্রাণে ঈশ্বর বিশ্বাস করি, অনেকেই ঈশ্বরকে মানে না কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীজুড়ে ঈশ্বরের একটি প্রাকৃতিক শক্তি বিরাজমান, যাকে আমরা সুপ্রিম শক্তি বলে অনেকেই ধারণা। সেই ধারণা থেকে শুরু হয়েছে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রার্থনা । মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রক্ষা করেন তিনি।এমন কথা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বারুইপুর রায়চৌধুরী পরিবারে ৩০০ বছরের রাস উপলক্ষে রাজধানীর সার্কাস উদ্বোধনে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

জাহেদ মিস্ত্রী, বারুইপুর

বারুইপুর আই চৌধুরী পরিবারের রাস পূর্ণিমার পুজো দেখতে দেখতে ৩০০ বছরের ও বেশি। এই উপলক্ষে বারইপুর রাস মাঠে বসে বিশাল মেলা। একদিকে মনোহারী জিনিসপত্র স্টল অন্যদিকে খাবারের অফুরন্ত ভান্ডার। সংসারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে সৌখিন জিনিস সবই পাওয়া যায় এই মেলায়। মেলা চলে এক মাস ধরে।

মেলার বাড়তি আকর্ষণ সার্কাস। প্রতিবছরই কোন না কোন সার্কাস আসে বারুইপুর রাস মাঠে। এবারে বসেছে রাজধানী সার্কাস। জন্তু-জানোয়ারের খেলা না থাকায় জৌলুশ একটু কমলেও, বিদেশি কলাকৌশলীতে ভরপুর রাজধানী সার্কাস মানুষের মন কাড়বে বলে আত্মবিশ্বাসী সার্কাস কমিটি।

আজ ফিতে কাটার মধ্য দিয়ে সার্কাসের শুভ সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানন দাস, রায় চৌধুরী পরিবারের দুই সদস্য আমিও কৃষ্ণ রায় চৌধুরী ও শক্তি রায় চৌধুরী, বারইপুর পৌরসভার উপ পৌর প্রধান গৌতম কুমার দাস সহ একাধিক ব্যক্তিত্ব। উদ্বোধনের দিনই মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সঞ্চারিত হল দশম-একাদশ শতাব্দীর রচনায় ও পাল-সেন যুগের মূর্তিশিল্পে। এই রকম কয়েকটা মূর্তির কথা এখানে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। এখানে দেবীর মুখ হাসি হাসি, চার হাতের তিন হাতেই কপাল, মাথার খুলি লাগানো খট্টাঙ্গ ও শিশুর দেহ (শিশুদেহের মাথা নিচের দিকে ঝোলানো), **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গঙ্গাসাগর স্নানেই জীবনের মোক্ষ লাভ

ঈশানী মল্লিক :

(তৃতীয় পর্ব)

পুত্র রাজা ভগীরথ প্রথমে ব্রহ্মা ও পরে বিষ্ণুর আরাধনা করে গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পান। সন্তুষ্ট ভগবান বিষ্ণু ভগীরথকে সতর্ক করেন, গঙ্গার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সেই দুরন্ত বেগে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ভগীরথ তখন ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা করেন, শিব যেন তার জটায় গঙ্গাকে ধারণ করে তার বেগ নিয়ন্ত্রণ করেন। শিবের জটায় গঙ্গার দ্রুতবেগ হ্রাস পায় এবং তারপর গঙ্গা মর্তে অবতরণ করেন। অবশেষে ভগীরথ পবিত্র গঙ্গা জলে তাঁর ৬০,০০০ পূর্বপুরুষের আত্মার শ্রাদ্ধকর্মাদি করে তাদের আত্মাকে নরক থেকে মুক্ত করেন।

যুগ যুগে এই সব পৌরাণিক কাহিনী কিংবদন্তি ও পরে কিংবদন্তি থেকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে। রাজা ভগীরথের নাম অনুসারে তাই গঙ্গার নাম হয় ভাগীরথী এবং রাজা সগরের নামে সমুদ্রের নাম হয় সাগর। সমুদ্র ও নদীর মধ্যবর্তী দ্বীপের নাম হয় "সাগরদ্বীপ"।

পুজোর নিয়ম ও আচার:

পৌরাণিক এই আখ্যানে বিশ্বাস রেখে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী মোক্ষের সন্ধানে মকর সংক্রান্তির সময়ে গঙ্গাসাগর মেলায় যান। তারা বিশ্বাস করেন, সাগর সঙ্গমের পবিত্র জলে ডুব দিলে সমস্ত পাপ ধুয়ে যায়। বলা হয়, সঠিক মুহূর্তে গঙ্গাসাগরে স্নান করলে সমস্ত অর্জিত পাপ ধ্বংস হয় এবং মোক্ষ অর্জিত হয়, একেই শাহি স্নান বলে। শাহি স্নানের পরেও, বেশকিছু আচার-অনুষ্ঠান পরবর্তী ৩ দিন ধরে পালিত হয়। এমনই একটি ধর্মীয় আচার হল, পঞ্চরত্ন ও সূতা প্রদান। এই প্রথা অনুযায়ী, পঞ্চরত্ন ও পবিত্র সূতা নদীর খাতে ভাসানো হয়, যা নদীর স্রোতে সমুদ্রে গিয়ে মেশে। এই সম্পূর্ণ প্রথাটি ত্যাগের প্রতীক।

মকর সংক্রান্তির দিন ভোরবেলায় ভক্তরা নির্বাণ প্রাপ্তির আশায় সাগরের ঠাণ্ডা জলে ডুব দেয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের মাথা ন্যাড়া করে আবার কেউ কেউ তাদের প্রয়াত পিতা-মাতার জন্য শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে। তারপর দুপুর অবধি চলে স্নানের আচার। স্নান হয়ে গেলে তারা পূজাপাঠের উদ্দেশ্যে কপিল মুনির মন্দিরে যায় এবং তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের জল ভক্তদের ভাসানো হাজার হাজার প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়, যা সেই মুহূর্তকে অসীম এক উচ্চতায় উন্নীত করে। এই বিশ্বাসে ভর দিয়ে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ কপিল মুনির মন্দির দর্শন করেন 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'।

পূজা ও আরতির সময়:

স্নানকাল: মকর সংক্রান্তির সূর্যোদয়ের সময়।

অর্ঘ্য প্রদান: গঙ্গাজল, দুধ, তিল ও ফুল দিয়ে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য।

দান: তিল, চাল, গুড়, পোশাক, ও অর্থ দান করলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়।

পূজা: কপিল মুনির মন্দিরে প্রদীপ জ্বালানো, ব্রাহ্মণ ভোজন ও গঙ্গা আরতি।

সংযম ও ব্রত: উপবাস, মনঃসংযম, এবং জপ-ধ্যান এই সময়ে বিশেষ ফলদায়ক।

সাধারণত মকর সংক্রান্তির প্রথম প্রহরে মেলা শুরু হয়। তীর্থযাত্রীরা ভোর ৩:০০ টা থেকে

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

(১ম পাতার পর)

হুমায়ুন নতুন দল ঘোষণা করতেই ভবিষ্যদ্বাণী শুভেন্দুর

সব সময় বলি তৃণমূল মানেই বিজেপি, আর বিজেপি মানেই তৃণমূল। অবস্থানগত পরিবর্তন হতে পারে, পতাকাটা আলাদা। কিন্তু জন্মটা সব আরএসএসেরই। ফলে উনি ভাল চিনবেন।'শুভেন্দুর বক্তব্য, 'অনেককে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মুর্শিদাবাদে তৃণমূলকে আনতে পারেনি। আমি মুর্শিদাবাদকে তৃণমূলময় করে দিয়েছিলাম। হুমায়ুন কবীর চলে গেলে ২২ আসনে কংগ্রেস, সিপিএম জোট আর বিজেপি জিতবে।' তাঁর কণ্ঠে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শোনা গেল রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ঝাঁজও। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু আরও বলেন, 'মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস ছিল না। ১৯৯৮ সালে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল রায়, পূর্ণেন্দু বসু, ইন্দ্রনীল সেন, অনেককে দিয়েও মুর্শিদাবাদে সংগঠন গড়ে তুলতে পারেননি। আমাকে ২০০৫ থেকে ইন্দ্রনীলের সহযোগী করেছিলেন। ২০১৬ থেকে পুরো দায়িত্ব দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি গোটা জেলাকে তৃণমূলময় করে দিয়েছিলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও কৃতিত্ব নেই।'

তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন উত্তেজনা। তৃণমূলের ক্ষতির আশঙ্কার পাশাপাশি শুভেন্দুর বক্তব্যে উঠে এসেছে একাধিক ঐতিহাসিক দাবি, যা ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ রাজনীতিতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে রাশিয়া

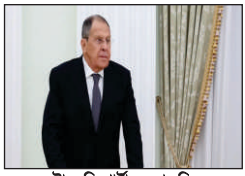

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নির্দেশ অনুসরণ করে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার প্রস্তাব নিয়ে কাজ করছে রুশ প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্রেমলিন। এমনটাই নিশ্চিত করেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ।

দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে নিউইয়র্ক পোস্ট।

এর আগে গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, যুক্তরাষ্ট্র তিন দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো পারমাণবিক পরীক্ষা পুনরায় শুরু করবে। এরই প্রেক্ষিতে রাশিয়াও পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

ল্যাভরভ সাংবাদিকদের বলেন, '৫ নভেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের সভায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এটি বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন আর এ নিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। জনগণকে ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'ট্রাম্প পারমাণবিক অস্ত্র বহনকারী পরীক্ষা চালানোর কথা বলেছেন নাকি তথাকথিত সাবক্রিটিক্যাল পরীক্ষা চালানোর কথা বলেছেন সে বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা পায়নি মস্কো। হয়তো ডোনাল্ড ট্রাম্প সত্যিই ওয়াশিংটনের পূর্ণ-স্কেল পারমাণবিক পরীক্ষা পুনরায় শুরু করার ইচ্ছা সম্পর্কেই কথা বলেছেন।'

রাশিয়া এবং চীনের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলতে চান বলে গত সপ্তাহে জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লেখেন, 'অন্যান্য দেশের পরীক্ষামূলক কর্মসূচির কারণে আমি যুদ্ধ বিভাগকে আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা সমানভাবে শুরু করার নির্দেশ দিয়েছি। আর এই প্রক্রিয়াটি অবিলম্বে শুরু হবে।'

১৯৯২ সাল থেকে কোনো পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালায়নি যুক্তরাষ্ট্র। তারা এমন অনুশীলন থেকে স্বেচ্ছায় স্থগিতাদেশ পালন করছে। সে সময় থেকে কেবল উত্তর কোরিয়াই পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। যদিও, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনও গোপনে ছোট আকারের অস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে বলে মনে করা হয়।

(৩ পাতার পর)

সুন্দরবন টিভির মুকুটে নতুন পালক! বেঙ্গল ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত সুন্দরবনের ডিজিটাল চ্যানেল

লড়াইকে পৌঁছে দিতে আমরা আরও আন্তরিকভাবে কাজ করায় বদ্ধ পরিকর হলাম।" আর সম্পাদকের সুরে সুর মিলিয়ে সুন্দরবন টিভির চিফ রিপোর্টার নুরসেলিম লস্কর বলেন,'যে কোন স্বীকৃতি সেই কাজ করার ক্ষেত্রে নতুন করে আমাদের কে উদ্যোগী করে তোলে! আর আমরা সুন্দরবন টিভির পক্ষ থেকে এই অ্যাওয়ার্ড সুন্দরবনের, জলে কুমির আর ডাঙ্গায় বাঘের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকা প্রত্যেক সুন্দরবনবাসীকে উৎসর্গ করছি। কারণ নোনা জল আর মিঠে মাঠির ঐ মানুষ গুলো জন্যই আজকে আমরা এই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি।

আর ডিজিটাল মিডিয়ার কর্মীদের এভাবে মনোবল বাড়ানো 'টুডে স্টোরি নিউজ'-এর চেয়ারম্যান কে এই অনুষ্ঠানে সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, "বর্তমানে কত ডিজিটাল মিডিয়া আছে, তার কোন হিসাব নেই। কিন্তু আমরা বেছে বেছে রাজ্যের সেরা ও নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল সংস্থাগুলোকেই এই অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করেছি। কারণ ভবিষ্যৎ ডিজিটাল মিডিয়ার হাতেই।" তবে সুন্দরবন টিভির এই স্বীকৃতির মাধ্যমে আজকে প্রমাণিত হলো—

রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চল থেকেও সাংবাদিকতার মানদণ্ডে সেরা হওয়া সম্ভব। সুন্দরবন টিভির এই অর্জন নিঃসন্দেহে পুরো সুন্দরবন অঞ্চলের গর্ব এবং তরুণ ডিজিটাল সাংবাদিকদের জন্য এক অনুপ্রেরণা।

(৩ পাতার পর)

আট বিএলওকে শোকজ কমিশনের

সরাসরি অভিযোগ করা যাবে। অন্যদিকে, অপরাধমূলক আচরণের জন্য মোট পাঁচজন বিএলএ বা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে খবর। যদিও এ বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে এদিন কোনও স্পষ্ট বার্তা মেলেনি।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর শুরুর গোড়া থেকেই বিএলও-দের বিরুদ্ধে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার বদলে খোলা জায়গা, ক্লাব বা দোকানের মতো কোনও একটি জায়গায় বসে ফর্ম বিতরণ করতে দেখা গিয়েছে। ভোটারদের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ফর্ম সংগ্রহ করতে হয়েছে। এতে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। বহু জায়গায় নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের হাতে বিএলওকে ফর্ম তুলে দিতে দেখা গিয়েছে। টিভির পর্দা ও সোশাল মিডিয়ায় সেই বেনিয়মের ছবি বিড়ম্বনা বাড়িয়েছে কমিশনের। সেই কাজ বন্ধ করতেই বিএলওদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তে বিশেষ টিম গড়ার সিদ্ধান্ত। জানা গিয়েছে, কমিশনের ওয়েবসাইট বা ইমেল বা সরাসরি ফোন করে জানানো অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চালাবে এই বিশেষ টিম।

পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমে প্রদর্শিত বা প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত তদন্তও চালাবে। দোষী প্রমাণিত হলে বিএলও-র পদাবনতি, ইনক্রিমেন্ট আটকে দেওয়া বা কমিয়ে দেওয়ার মতো শাস্তি হতে পারে। অপরাধের গুরুত্ব বুঝে চাকরি থেকে বরখাস্ত করারও বিধান রয়েছে। বিএলওদের বিরুদ্ধে যদি রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তা হলে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত করার বিধান রয়েছে কমিশনের আইনে।

সিনেমার খবর

ক্যাটরিনা কাইফের ছবি ভাইরাল, ক্ষুব্ধ পরিবার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কয়েকমাস ধরে জনসমক্ষে দেখা যাচ্ছে না বলিউড তারকা ক্যাটরিনা কাইফকে। ক্যামেরা থেকে থাকছেন দূরে দূরে। দিওয়ালির শুভেচ্ছা পোস্টেও তাকে দেখা যায়নি। তবে তিনি মা হতে চলেছেন, এমন ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পূর্বের সময়ের চেয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের আগ্রহও বেড়ে যায়।

তবে সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটেছে, যা তার ভক্তদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। পাপারাজ্জিদের কাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, ক্যাটরিনার স্বামী ও অভিনেতা ভিকি কৌশলের পরিবার। জানা গেছে, এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন তারা।

ক্যাটরিনার ভাইরাল ছবিতে দেখা গেছে, মুম্বাইয়ের নিজের অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন অভিনেত্রী। গোলাপি রঙের পোশাকে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাটরিনার হাতে কফির কাপ। পাপারাজ্জিরা জুম লেন্সের সাহায্যে দূর থেকে ছবিটি ধারণ করেছেন।

ক্যাটরিনার অনুমতি ছাড়া তোলা এসব ছবি প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় উঠেছে। অনেকে পুলিশি পদক্ষেপের দাবি জানান।

এ ঘটনায় অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, একজন গর্ভবতী নারীর ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি গোপনে তুলে তা প্রকাশ করা কতটা অমানবিক, তা কি এরা বুঝতে পারে না?

জুম টিভি নামের একটি বিনোদন ওয়েবসাইটে ছবিটি প্রকাশিত হলে মুহূর্তের মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে।

এর আগে ২০২২ সালেও অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় থাকাকালীন অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের কিছু ছবি বিনা অনুমতিতেই প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় তিনিও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

ছেলেকে নিয়ে শাহরুখের রসিকতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

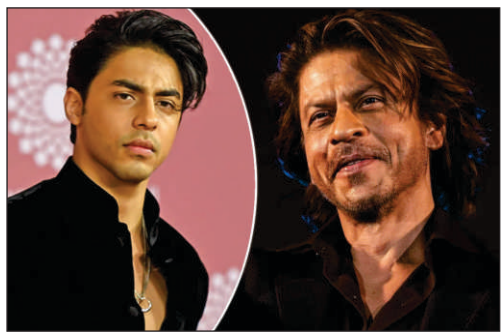

অভিনয়ের বাইরে শাহরুখ খান বেশ রসিক। সংবাদ সম্মেলন কিংবা অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানগুলোতে যার আঁচ পাওয়া যায়। এবার নিজের ছেলেকে নিয়েই রসিকতা করলেন কিং খান।

আরিয়ান খানের পরিচালনায় সিনেমায় অভিনয় করবেন কি না, এমন প্রশ্নের মুখে পড়েন শাহরুখ। মজা করেই তিনি বললেন, আমাকে কাস্ট করার ক্ষমতা আছে ওর? আমার ঘ্যানঘ্যানানিই বা কতটা সহ্য হবে ওর?

শাহরুখের এই মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশ আলোচনা তৈরি হয়।

এর আগে, 'দ্য ব্যা***ডস অব বলিউড' সিরিজের মাধ্যমে পরিচালনায় অভিষেক ঘটে শাহরুখপুত্রের। ছেলের পরিচালনায় স্বল্প উপস্থিতিতে নজর কাড়েন কিং খান। বাবা-ছেলের যুগলবন্দি দারুণ উপভোগ করেন দর্শকরা।

মৃত্যুর আগে মাকে পানি দিইনি, দেওয়া উচিত ছিল: আরশাদ ওয়ার্সি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ছোটবেলায় বাবা-মাকে হরিয়েছেন বলিউড অভিনেতা আরশাদ ওয়ার্সি। খুব বেশি স্মৃতি নেই তাদের সঙ্গে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বাবা-মাকে হারানোর বিষয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেতা। মায়ের স্মৃতি মনে পড়লে এখনো মন ভারী হয়ে ওঠে তার।

রাজ শামানির পডকাস্টে আরশাদ বলেন, আমার শৈশবের কথা বলতে গেলে আমি আমার পরিবারের চেয়ে আমার স্কুলকে বেশি মিস করি। কারণ, আমি ৮ বছর বয়সে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম।

স্মৃতিচারণায় অভিনেতা জানান, মায়ের মৃত্যুর আগে শেষ সময়ের স্মৃতিটা ভয়াবহ ছিল তার জন্য। এখনো তাকে বিষয়টা তাড়া করে বেড়ায়। বাবার মৃত্যুর পরে মায়েরও কিডনি নষ্ট হয়ে যায়।

আরশাদ বলেন, আমার মা গৃহবধূ ছিলেন। খুব ভালো রান্না করতেন তিনি। ডাক্তাররা বলেছিলেন, তাকে পানি বেশি না দিতে। কিন্তু তিনি বারবার পানি চাইতেন। রাতে আমাকে পানির জন্য ডেকেছিলেন, কিন্তু পাননি। সেই রাতেই তিনি মারা যান। বিষয়টা আমায় সত্যিই নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। আমার মনে অবশ্য একটা বিষয় ঘুরছিল। যদি আমি আমার মাকে পানি দিতাম তাহলেও তিনি মারা যেতেন। সেক্ষেত্রে আমি সারা জীবন হয়তো ভাবতাম যে আমি পানি দিয়েছিলাম বলেই হয়তো মা মারা গেলেন।

যদিও এখন আর এই ব্যাপারে নিজেকে দোষারোপ করেন না অভিনেতা। তবু তিনি মনে করেন যে তার মাকে পানি দেওয়া উচিত ছিল। তিনি বলেন, এখন আমার মনে হয় আমার মাকে পানি দেওয়াটা উচিত ছিল। আমি তখন অনেক ছোট। ডাক্তারের কথা শুনব বলেই ভেবেছিলাম। এখন ভাবি, কেন ঠিক করে সিদ্ধান্ত নিলাম না।

আরশাদ ওয়ার্সিকে সবশেষ দেখা গিয়েছিল সুভাষ কাপুর পরিচালিত বলিউড কোর্টরুম ড্রামা 'জলি এলএলবি ৩' ছবিতে। জনপ্রিয় এ ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথমটিতে আরশাদ ও দ্বিতীয়টিতে অভিনয় করেন অক্ষয় কুমার। তবে তৃতীয় কিস্তিতে একসঙ্গে দুজন পর্দা ভাগাভাগি করেন।

রাজ্যের উপ-নির্বাচনের আগে মন্ত্রীসভায় আজহারউদ্দিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের তেলঙ্গানা রাজ্যের মন্ত্রিসভায় শপথ নিলেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার ও অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন। ৩০ অক্টোবর রাজভবনে রাজ্যপাল জিষ্ণু দেব ভার্মা তাকে শপথ পাঠান করান। শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেবান্ত রেড্ডিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতারা।

বিধানসভা অনুযায়ী, তেলঙ্গানায় সর্বোচ্চ ১৮ জন মন্ত্রী থাকা সম্ভব। আজহারউদ্দিনের নিয়োগের ফলে ক্যাবিনেটের সংখ্যা দাঁড়াল ১৬।

আজহারউদ্দিনের নিয়োগের মাধ্যমে তেলঙ্গানা মন্ত্রিসভায় অল্পসংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে ইতিহাস গড়লেন তিনি। তেলঙ্গানা কংগ্রেসের অনুরোধে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমোদনের পরই তাকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এদিকে আগামী ১১ নভেম্বর জুবিলি হিলস বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বান অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ওই নির্বাচনে কংগ্রেস নেতা আজহারউদ্দিন জুবলি হিলস উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। যেখানে প্রায় এক লাখ মুসলিম ভোটার তাদের ভোট দেবেন। গত জুনে বিআরএস বিধায়ক মগান্তি গোপিনাথের মৃত্যুর কারণে এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এর আগে ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে এই জুবিলি হিলস থেকেই কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছিলেন আজহারউদ্দিন।কিন্তু তিনি পরাজিত হন।

১৯৬৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক আজহারউদ্দিন । এই শহরেই তাঁর বড় হয়ে ওঠা।এরপর তিনি ১৯৯২, ১৯৯৬ এবং ১৯৯৯ সালে বিশ্বকাপে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি।

ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে পরে কংগ্রেসে যোগ দেন আজারহারউদ্দিন। এরপর ২০০৯ সালে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে জয়ী হন তিনি। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে সালে রাজস্থানের টন-সোয়াই মাধোপুর লোকসভা থেকে তাকে ফের প্রার্থী করে কংগ্রেস । কিন্তু তিনি পরাজিত হন।

২০১৮ সালে তেলেঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হন আজহার। ওই বছরেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করেন। কিন্তু তিনি নিজে প্রার্থী হননি।

অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে খেলে কত টাকা পাবে আর্জেন্টিনা?

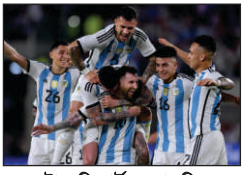

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালের বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনার জন্য খুব বেশি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ নেই। তাই লিওনেল মেসি নেতৃত্বাধীন তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে প্রীতি ম্যাচ খেলেই নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছেন। ইতোমধ্যে তারা ভেনেজুয়েলা ও পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছে। এবার দলটি যাচ্ছে আফ্রিকার দেশ অ্যাঙ্গোলায়।

আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ৫০ বছর উদ্‌যাপনে এই ম্যাচ আয়োজন করা হবে। একসময়ের পর্তুগিজ কলোনি অ্যাঙ্গোলা ১৯৭৫ সালের ১১ নভেম্বর স্বাধীনতা পায়। উদযাপনকে আরও বর্ণিল করতে আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলকে আমন্ত্রণ জানায় তারা। অবশ্য অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে ম্যাচটির দিনক্ষণ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি আর্জেন্টিনা।

মেসিদের আতিথেয়তা দিতে বড় অঙ্কের টাকাই গুনতে হবে অ্যাঙ্গোলাকে। 'স্পোর্টস নিউজ আফ্রিকা' এর প্রতিবেদন বলছে, ঐতিহাসিক ম্যাচটির জন্য অ্যাঙ্গোলা আনুমানিক এক কোটি ৪০ লাখ মার্কিন ডলার বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৫৩ কোটি টাকা আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনকে দিয়েছে অ্যাঙ্গোলা।

আফ্রিকার দেশ অ্যাঙ্গোলায় ফুটবল খুবই জনপ্রিয় খেলা। তাতে তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের অতিথি হিসেবে পাওয়া যে তাদের জন্য কম কথা নয়। নভেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতিতে নাকি আর্জেন্টিনার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলার আগ্রহ দেখিয়েছিল মরক্কোও। তবে শেষ পর্যন্ত আর্থিক দিক বিবেচনায় অ্যাঙ্গোলাকেই বেছে নেয় আলবিসেলেস্তারা।

দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শীর্ষে থেকে শেষ করা লিওনেল স্কালোনির আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপের দল গোছাতে ব্যস্ত। আন্তর্জাতিক বিরতিতে তরুণদের বাজিয়ে দেখার সুযোগ পাবেন স্কালোনি। এরমধ্যে আর্জেন্টাইন কোচের নজরে আছেন ভ্যালেন্টিন বারকো, পানিচেল্লি, ম্যাক্সিমো পেরোনে ও লাউতারো রিভেরোর তো উঠতি তারকারা। ২০২৬ বিশ্বকাপের স্কোয়াডে সুযোগ পাওয়ার দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে আছেন নিকো পাজ আর ফ্রাঙ্কো মাস্টান্তুয়োনো।

নতুন চুক্তির পর মায়ামিতে কত বেতন পাবেন মেসি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ২০২৫ মৌসুম শেষেই ইন্টার মায়ামির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল আর্জেন্টাইন জাদুকর লিওনেল মেসির। তবে তার আগেই নতুন করে এই আরও তিন বছরের জন্য চুক্তি করেছেন এই সুপারস্টার।

এবারও যথারীতি সর্বোচ্চ বার্ষিক বেতন পাবেন মেসি। বেসিক বেতন ও সাইনিং বোনাস হিসেবে তিনি বছরে পাবেন ২০.৪৫ মিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশি টাকায় যা ২৫০ কোটি ৪৩ লাখ টাকারও বেশি।

২০২৫ সালে এমএলএসে খেলা ফুটবলারদের বার্ষিক বেতনের তালিকা প্রকাশ করেছে প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (এমএলএসপিএ)। যেখানে টটেনহ্যাম ছেড়ে লস অ্যাঞ্জেলস এফসিতে নাম লেখানো দক্ষিণ কোরিয়ান তারকা সন হিউং-মিন আছেন দুই নম্বরে। তার বেতন ১১.১৫ মিলিয়ন ডলার বা ১৩৬ কোটি ৫৪ লাখ ৩৭ হাজার টাকা। শীর্ষ তিনের ভেতর দুজনই ইন্টার মায়ামির, মেসি বাদে আরেকজন সার্জিও বুসকেটস (তিনে)। তার বেতন ৮.৭৮ মিলিয়ন ডলার বা ১০৭ কোটি ৫২ লাখ ৬ হাজার টাকা।

স্প্যানিশ কিংবদন্তি বুসকেটস চলতি মৌসুম শেষেই অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। মায়ামির হয়ে খেলা স্পেন ও বার্সেলোনার সাবেক ডিফেন্ডার জর্দি আলবাও আছেন শীর্ষ দশে। তিনিও এমএলএসের মৌসুম শেষ হলে পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানাবেন। তবে শীর্ষ দশে নেই অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ ছেড়ে মায়ামিতে নাম লেখানো আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার রদ্রিগো ডি পল। পারিশ্রমিকের হিসাবে শীর্ষ পাঁচে থাকা বাকি দুজন হলেন আটলান্টা ইউনাইটেডের মিগুয়েল আলমিরন ও সান দিয়েগো এফসির হার্ভিং লোজানো।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR